দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 22 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে তীব্র অসন্তোষ

## চ্যান্সেলরের বাতিল করা প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ

■ খুলনা অফিস

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) গণিত ডিসিপ্লিনে শিক্ষক নিয়োগে চ্যান্সেলর কর্তৃক বাতিলকৃত প্রার্থীকে ফের নিয়োগের সুপারিশ করায় তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া প্রার্থী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ড. পূর্ণেন্দু গাইনের স্ত্রী রিতা মজুমদারকে নিয়োগের সুপারিশ করার প্রতিবাদে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন গণিত ডিসিপ্লিনের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ডিসিপ্লিনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, গত ১ মে গণিত ডিসিপ্লিনের প্রভাষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এতে তিনটি পদের বিপরীতে মোট পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

## খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

২০ পৃষ্ঠার পর

আবেদনপত্র জমা পড়ে ২৫টি। গত ১৭ জুন প্রভাষক নিয়োগ বোর্ড অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ বোর্ড আর কোনো যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি, উল্লেখ করে রিতা মজুমদারসহ মাত্র দু'জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। রিতা মজুমদার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে খুলনার সরকারি বিএল কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর (৫০তম)। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভিসি ড. পূর্ণেন্দু গাইনের স্ত্রী।

২০১০ সালে পূর্ণেন্দু গাইনের সভাপতিত্বে গঠিত বোর্ড রিতা মজুমদারকে নিয়োগের সুপারিশ করলে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান পর্যন্ত গড়ায়। দীর্ঘ তদন্ত শেষে চ্যান্সেলর রিতা মজুমদারের নিয়োগ বাতিল এবং পূর্ণেন্দু গাইনকে প্রো-ভিসির পদ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

এ দিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অনেক প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাতিলকৃত প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করায় তীব্র আপত্তি জানিয়ে গত বুধবার ভিসি বরাবর পৃথক স্মারকলিপি দিয়েছেন গণিত ডিসিপ্লিনের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা। নিয়োগ বাতিল করা না হলে ক্লাস বর্জনসহ নানা কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছেন শিক্ষার্থীরা। ডিসিপ্লিন প্রধান অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

নিয়োগ বোর্ড সদস্য এবং বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের (অনুষদ) ডিন অধ্যাপক ড. মো. হারুনুর রশিদ খান বলেন, 'এ ব্যাপারে বোর্ডে আমি নোট অব ডিসেন্ট অর্থাৎ আপত্তি জানিয়েছি। সিন্ডিকেট সভায়ও একই আপত্তি জানাব।'

এ ব্যাপারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ফায়েক উজ্জামান বলেন, 'চলতি মাসের ২৪ তারিখে সিন্ডিকেটের সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ছাড়া মন্তব্য করা সম্ভব নয়।'